Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

—০:০—

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতি বার ।০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

নগদ মূল্য ৵০ এক আনা।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।

হাতে কাটা
বিশুদ্ধ পৈতা
পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউণ্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

৪০শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—১৮ই কার্ত্তিক বুধবার ১৩৬০ ইংরাজী 4th Nov, 1953 | ২৪শ সংখ্যা

সাফল্য ও সমৃদ্ধির পথে

বৃহত্তর ক্ষেত্রে জনসেবার যে গৌরব ও জনগণের যে অকুণ্ঠ আস্থার উপর ভিত্তি করিয়া হিন্দুস্থান উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হইতেছে এবং যে সঙ্গতি, সততা ও প্রতিষ্ঠা হিন্দুস্থানের পূর্ব্বাপর বৈশিষ্ট্য, তাহার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় ইহার ১৯৫২ সালের ৪৬তম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণীতে।

নূতন বীমা
১৬,৩৮,৭৯,২৯৮৲

মোট চল্‌তি বীমা	৮৬,৭১,৮৫,০৪০৲
মোট সম্পত্তি	২২,৫৯,৮৩,০৫৬৲
বীমা ও বিবিধ তহবিল	১৯,৭৭,৭৬,২৮৭৲
প্রিমিয়ামের আয়	৩,৯৪,২১,৩৭১৲
দাবী শোধ (১৯৫২)	৮৮,৮২,২৭১৲

হিন্দুস্থানের বীমাপত্র নিরাপদ সারবান ও লাভজনক।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ
ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড
হেড অফিস- হিন্দুস্থান বিল্ডিংস
৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৮ই কার্ত্তিক বুধবার সন ১৩৬০ সাল

দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দুরীকরণে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহেরুজীর দৃঢ় সঙ্কল্প

—•—

গত ৩১শে অক্টোবর মুঙ্গের সহরে গঙ্গাতীরে তিন লক্ষ লোকের সভায় শ্রীনেহেরু বলিয়াছেন—আমরা যদি সহযোগিতার মনোভাব লইয়া কাজ করি, তাহা হইলে আমরা দেশের দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যার সমাধান করিতে পারিব, এ বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নাই। আমাদের পথ সুস্পষ্ট। দারিদ্র্য দুর করিতে হইবে এ বিষয়ে আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প।

পণ্ডিতজীর শাসনাধীনে ভারত আজ সাত বৎসর—তাঁহার কতই আশার বুলি শুনিয়াই আসিয়াছে, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা দিন দিন বাড়িয়াই চলিয়াছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয় তাঁহার সাধারণ নির্ব্বাচনী যজ্ঞের আয়োজনে যখন ভোট প্রাপ্তির আশায় প্রতিশ্রুতির কল্পতরু সাজিয়া কংগ্রেস সভাপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যে যে সঙ্কল্প এই প্রকার সভা সমিতিতে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সেই সঙ্কল্পের কতগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন, তাহার একটা তালিকা দেশবাসিগণকে দিলে তবে লোকে তাঁহার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে। নচেৎ তিনিও যেমন বাত্‌সে খুশি করিবার বুলি সভাসমিতিতে বিকীরণ করিয়া থাকেন, লোকেও তাহার পরিবর্ত্তে "নেহেরুজী কি জয়! নেহেরুজী জিন্দাবাদ!" প্রভৃতি বাত্‌সে তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়া খুসি করিয়া থাকে।

তবে তাঁহার শাসনাধীনের এক এক প্রদেশে বেকার সমস্যা যে আংশিক অনেক দীন বেকারের দিন ফিরাইয়া সুদিনের সঞ্চার করিয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অবিভক্ত ভারতের মন্ত্রী সংখ্যা কর্ম্মচারী সংখ্যার সহিত তুলনায় বর্ত্তমান খণ্ডিত ভারতের আমলা সংখ্যা ও তাহাদের জন্য গৌরীসেনের অর্থ ব্যয়ের বহর দেখিলে মনে হয় এই হারে যদি শাসকবর্গের আর তাহাদের পোঁ ধরাদের সংখ্যা বাড়িয়া যায় তবে দেশে বেকার সমস্যা সমাধান হইবেই। সত্যিকার বেকারদল অন্নাভাবে দেহত্যাগ করিলে বেকার ও দরিদ্রের সংখ্যা না কমিয়া যাবে কোথা? আমরা পণ্ডিতজীর সভাপতিত্বের আওতায় বর্দ্ধিত কংগ্রেসের মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ব্যাঙের ছাতার মত গজাইতেছে, (দৃষ্টান্তস্বরূপ মাদ্রাজ প্রদেশের ৯০ জন বিধান সভার সদস্য কর্ত্তৃক আনীত প্রধান মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দ্রষ্টব্য) তাহা চোকরাঙানি বা বাক্যের তুবড়ীতে সমাধান হওয়া অসম্ভব। দুর্নীতিপূর্ণ কংগ্রেস ও সরকারী আমলা লইয়া খেলা অপেক্ষা কানাকড়ি লইয়া খেলা ঢের আশাপ্রদ। সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত না হইলে সে সঙ্কল্পের মূল্যও কানাকড়ির মতই।

নারদ মুনির বাক্‌চাতুর্য্য

মা জগদম্বা পিত্রালয় হইতে কৈলাসে প্রত্যাগমন করিলে পর দেবর্ষি নারদ মা মহামায়া ও বাবা মহেশ্বরের সহিত ৺বিজয়ার সাক্ষাৎ করিয়া উভয়কে প্রণাম জানাইবার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হইলেন।

বাবা—দেখ নারদ, তুমি যখন এসো, আগে তোমার মাকে প্রণাম ক'রে তারপর আমাকে প্রণাম কর। এতে যে আমাকে পার্ব্বতী অপেক্ষা হীন প্রতিপন্ন করা হয় তা আমি বুঝি। কিছু বলি না। সাবধান ক'রে দিচ্ছি—যদি এবারও তাই কর, তবে তোমাকে অভিসম্পাত করবো।

নারদ—বাবা! প্রণামের যা ব্যবস্থা আছে, আমি তা লঙ্ঘন না ক'রে

"মাতরং পিতরঞ্চোভৌ
দৃষ্ট্বা পুত্রস্তু ধর্ম্মবিৎ।
প্রণম্য মাতরং পশ্চাৎ
প্রণমেৎ পিতরং গুরুং॥

এই ব্যবস্থাই মেনে চলি।

বাবা—ও সব বুঝি টুঝি না, আমায় এবার অপমান করেছ কি অভিসম্পাত খেয়েছ!

নারদ বিষম সমস্যায় পড়লেন। ভাবলেন—ব্যাটা গেঁজেল যুক্তি তর্কও মানবে না, হয় তো না বুঝে কি একটা কাণ্ড ক'রে বসবে। এই ভেবে এমন একটি বাক্য রচনা করলেন, যাতে শিবকেও বুঝায় দুর্গাকেও বুঝায়। নারদ শিব দুর্গা উভয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া করজোড়ে বলিলেন—

"আমি প্রথমে ভক্তিপূর্ব্বক **গিরিজামাতাকে** প্রণাম জ্ঞাপন করি।"

শিব **গিরিজা-মাতা** শুনে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া অভিসম্পাত দেন আর কি। নারদ একটু রাগ দেখিয়ে বলে উঠলেন—শুধু গাঁজা টেনে টেনে ব্যাকরণটা ভুলে মেরে দিয়ে যা' তা' ক'রে বসবেন না। শিব তখন একটু ভেবে, বলে উঠলেন—বলিহারী বেটা **গিরি-জামাতা** ষষ্ঠী তৎপুরুষ ক'রে আমাকে জব্দ করেছ।

গিরিজা-মাতা বলিলে দুর্গাকে, এবং গিরি-জামাতা বলিলে শিবকে বুঝায়। নারদ বাক্‌চাতুর্য্যে এক লাঠিতে দু' সাপ মারার মত শিবকে সন্তুষ্ট করলেন, দুর্গাকে প্রথমে প্রণাম করিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষা করিলেন।

মিস্ ইউনিভার্স (Univers বিশ্ব) বিশ্ব-সুন্দরী

—•—

লণ্ডনের গত ২০শে অক্টোবরের খবর ফ্রান্স গত সোমবার রাত্রিতে একবাক্যে (u mous vote) বিশ্বের যাবতীয় সুন্দরীর সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী বলিয়া স্বীকৃতা হইয়াছেন। ফ্রান্সের বয়স মাত্র ১৮ বৎসর। তাঁহার ডিনাইজ পেরিয়ার। তিনি ৫০০ পাউণ্ড ষ্টা পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তিনী আর ৫ জন সুন্দরীর নাম রূপানুক্রমে প্রকাশিত হইয়াছে

দ্বিতীয়া—গ্রীসের মিস্ অ্যালেজাণ্ডার লেডিকাউ
তৃতীয়া—ইজিপ্তের মিস্ প্যাপেজিয়া।
চতুর্থী—সিংহলের মিস্ ম্যানেগ ইস্‌ল্যাঙ্গা কুন।
পঞ্চমী—ইউনাইটেড ষ্টেটের মিস্ মেরী গ্রিফিন্।
ষষ্ঠী—মণ্টে কার্লোর মিস্ এলিজাবেথ চভিস্কী।

সমরে নাচিছে শ্যামা-মা

(রায় গুণাকর কবিবর ভারতচন্দ্র কৃত

কালিকা-প্রশস্তি)

জয় দেবি জগন্ময়ি দীন-দয়াময়ি
শৈল সুতে করুণা নিকরে।
জয় চণ্ড-বিনাশিনি, মুণ্ড-নিপাতিনি,
দুর্গা-বিঘাতিনি মুখ্য তরে।
জয় কালি-কপালিনি মস্তক মালিনি,
খর্পরধারিনি শূল ধরে।
জয় চণ্ডি-দিগম্বরি ঈশ্বরি শঙ্করি
কৌশিকি ভারত-ভীতি হরে।

বর্দ্ধমানে মা সর্ব্বমঙ্গলার মন্দির-প্রাঙ্গণে ইংরাজী ১৯০১ অব্দের ঝুলনের সময় স্বনামধন্য অচিন্ত্যপূর্ব্ব (Extempore) সঙ্গীত রচয়িতা যাত্রাগায়ক স্বর্গত নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদানীন্তন বর্দ্ধমানাধিপতি কর্ত্তৃক মায়ের গুণবর্ণনা করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া ২ মিনিট চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিয়া নিম্নলিখিত মায়ের গুণ বর্ণনা—গানটি গাহিয়াছিলেন।

মাগো দুর্গে দুর্গতি নাশিনি !
করি কৃপা-দৃষ্ট, ঘুচাও মনঃকষ্ট,
পূরাও মনোভিষ্ট ইষ্ট-প্রদায়িনি !
কভু দশভুজা তপ্ত হেমাঙ্গিনী,
কভু চতুর্ভুজা অসিতবরণী,
মহিমা না জানি, নিজে শূলপাণি
পদতলে পড়ে আছেন গো আপনি।
যে গুণ বর্ণিতে অসম্ভব ভব,
সে গুণ বর্ণনা জীবে কি সম্ভব
এ ভব সংসার অদ্ভুত অর্ণব
তরিতে তোমার শ্রীপদ-তরণী।
যে গুণ বর্ণিতে বাণী নীলকণ্ঠ !
অসমর্থ নিজে দেব নীলকণ্ঠ !
কেমনে বর্ণিবে এই জ্ঞানহীন কণ্ঠ
(আসি) হও মা নীলকণ্ঠের কণ্ঠনিবাসিনী।

জঙ্গিপুরে স্বর্গত কবিরাজ রামগোপাল দাস যিনি এখনও প্রাচীন জন-গণের নিকট গোপাল কবিরাজ নামে বিখ্যাত, তিনি মুখে মুখে গান রচনা করিতেন। তিনি সংসার কারাগারের কয়েদী হইয়া মায়ের নিকট আপীল করিয়া বিফল মনোরথের জন্য কালী-মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া গাহিয়াছিলেন—

আর কত দিন আমারে
ভব-কারাগারে
কয়েদ ক'রে রাখবি জননি !
মোহ-লৌহশৃঙ্খল সংযোগ করি,
বন্দী করলি আমায় দিয়ে মায়া বেড়ী
এ যে বিষম ভারী, আর যে বইতে নারি,
তার উপরে দিলি খাটুনি।
ক্ষুধা তৃষ্ণা দুটি প্রবল প্রহরী,
তাদের জ্বালায় আমি সদা জ্বলে মরি,
দণ্ডে দণ্ডে তারা করে হুকুমজারী
মানে না দিবা রজনী।
আপীল দাখিল করলাম
মা; তোমার দরবারে,
ক্লেশ পেলাম মা বড়
পেশ করাবার তরে,
রাখলি আমার আপীল
নথীর সামিল ক'রে
হোলনা কই আজো শুনানি।
মা যদি তুই না করিস সুবিচার
করেছে রামগোপাল এই যুক্তি সার
শরণাগত সে হবে বিমাতার
তিনি তো পতিতপাবনী।

জঙ্গিপুর রোড ফুটবল কাপের ফাইনাল খেলা

গত ১লা নভেম্বর রবিবার বৈকালে জঙ্গিপুর রোড ফুটবল কাপ প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা উমরপুর বয়েজ ক্লাব বনাম বহড়া শ্যামলী সঙ্ঘের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। খেলায় বহড়া শ্যামলী সঙ্ঘ জয়লাভ করে। খেলার শেষে জঙ্গিপুরের মহকুমা শাসক মহোদয় বিজয়ী দলকে কাপ প্রদান করেন।

পূজায় বস্ত্র বিতরণ

স্বর্গধাম সেবক সঙ্ঘ, খাগড়া পরিচালিত সার্ব্বজনীন পূজামণ্ডপে মহাষ্টমী তিথিতে পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও দরিদ্র সাধারণের মধ্যে ৬০০ ছয় শতাধিক বস্ত্র, সার্ট, ফ্রক, প্যান্ট, ব্লাউজ ইত্যাদি বিতরণ করা হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংঘ সভাপতি শ্রীশ্যামাপদ ভট্টাচার্য্য এম-এল-এ মহাশয়। সহরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।

বিজয়া দশমীর পর

(মুষ্টি ভিক্ষার বিনিময়ে ভিখারী গায়ক গাইত)

গিরি! গৌরী আমার এসেছিল।
স্বপ্নে দেখা দিয়ে,
চৈতন্য করিয়ে,
চৈতন্যরূপিণী কোথা লুকাইল?
কহিছে শিখরী কি করি অচল,
নাহি চলাচল, হ'লাম হে অচল,
চঞ্চলার মত জীবন চঞ্চল,
অঞ্চলের-নিধি পেয়ে হারাইল।
দেখা দিয়ে কেন এত মায়া তার,
মায়ের প্রতি মায়া হলো না মহামায়ার,
দেখ দেখি গিরি, কি দোষ আমার
পিতৃদোষে মেয়ে পাষাণী হলো।

আবশ্যক

আদায় তহশীলের কার্য্যে অভিজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণ কর্ম্মচারী আবশ্যক। দরখাস্তসমূহ আগামী ৩০শে কার্ত্তিক মধ্যে দাখিল করিতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণ নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট দেখা করিয়া অনুসন্ধান করুন। ইতি ১৩৬০। তাঃ ১৭ই কার্ত্তিক

শ্রীমণিমোহন চৌধুরী, জমিদার
কাঁকুড়িয়া, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, (লোকাল)

বিজ্ঞাপন-বৈচিত্র্য

জবাকুসুম তৈলের গুণ অতুলনীয়

উল্লিখিত বাক্যের যে কোন অক্ষর কেহ মনে করিলে, তাঁহার মনোনীত অক্ষর নিম্নলিখিত কবিতার সাহায্যে বলিয়া দেওয়া যায়। মনে করুন কেহ (লে) মনে করিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি নিম্নলিখিত পদ্যটী পড়িয়া বলুন কোন্ কোন্ ষ্ট্যাঞ্জায় আপনার অক্ষরটী আছে। তিনি পাঠ করিয়া অবশ্য বলিবেন (২) ও (৫) ষ্ট্যাঞ্জায় আছে। কারণ (লে) আর কোন ষ্ট্যাঞ্জায় নাই। আপনি ২ ও ৫ যোগ করুন, যোগফল হইল ৭। তাঁহার মনোনীত অক্ষর ঠিক ৭ম স্থানে আছে। এইরূপে সব অক্ষর বলা যায়।

(১)

আয়ুর্ব্বেদ-জলধিরে করিয়া মন্থন
সুক্ষণে তুলিল এই মহামূল্য ধন
বৈদ্যকুল-ধুরন্ধর স্বীয় প্রতিভায়;
এর সমতুল্য তেল কি আছে ধরায়?

(২)

এই তৈলে হয় সর্ব্ব শিরোরোগ নাশ,
অতুল্য ইহার গুণ হয়েছে প্রকাশ,
দীনের কুটির আর ধনীর আবাসে,
ব্যবহৃত হয় নিত্য রোগে ও বিলাসে।

(৩)

চুল উঠা টাকপড়া মাথা ঘোরা রোগে,
নিত্য নিত্য কেন লোক এই দেশে ভোগে!
সুগন্ধে ও গুণে বিমোহিত হয় প্রাণ,
সোহাগিনী প্রসাধনে এই তেল চান।

(৪)

কমনীয় কেশ গুচ্ছ এই তেল দিয়া,
কৃষ্ণবর্ণ হয় কত দেখ বিনাইয়া,
তুষিতে প্রেয়সী-চিত্ত যদি ইচ্ছা চিতে,
অনুরোধ করি মোরা এই তৈল দিতে।

(৫)

চিত্তরঞ্জন এভিনিউ চৌত্রিশ নম্বর—
বিখ্যাত ঔষধালয় লোক হিতকর
অবনীর সব রোগ হরণ কারণ,
ঔষধের ফলে তুষ্ট হয় রোগিগণ।

রচনা—
শ্রীশরৎ পণ্ডিত (দা' ঠাকুর)

নৌবাহিনীতে কর্ম্মী নিয়োগ

ভারতীয় নৌবাহিনীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থিগণকে পরীক্ষা করা হইবে বহরমপুর সার্কিট হাউসে আগামী ৫ই ও ৬ই নভেম্বর। বিস্তৃত বিবরণ মুর্শিদাবাদ জেলা প্রচার দপ্তরে পাওয়া যাইবে।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ২য় মুন্সেফী আদালত
নিলামের দিন ২১শে ডিসেম্বর ১৯৫৩

১৯৫৩ সালের ডিক্রীজারী

১৮৫ থাং ডিঃ সেবাইত মহান্ত গণপতিদাস গোস্বামী দেং জাবেদা বিবি দিং দাবি ১৩৭।৵৩ থানা সাগরদীঘি মৌজে ভুঁইহাট ৬-৯৭ শতকের কাত ২০৸০ আঃ ২৫৲ খং ১৫৯

১৭৫ থাং ডিঃ কৃষ্ণপ্রসন্ন ঘোষ দিং দেং আবিরবকস মণ্ডল দিং দাবি ৫২॥৶৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে নিম্পিবিড়ল ২-০৫ শতকের কাত ৬৵০ আঃ ২০৲ খং ৮৭

২২৬ থাং ডিঃ প্রশান্তকুমার রায় দিং দেং জয়নাল বিশ্বাস দিং দাবি ৫৪৴০ থানা সাগরদীঘি মৌজে মাঠখাগড়া ১-২৪ শতকের কাত ৬৸৵৩ আঃ ১৫৲ খং ১৩৩

২১৪ থাং ডিঃ সুধীরেন্দ্রনাথ রায় দেং ইনসান মণ্ডল দিং দাবি ৪৩৸৬ থানা সাগরদীঘি মৌজে কিসমত নিম্পিবিড়ল ৯৪ শতক জমির কাত ৩৵১ আঃ ১৫৲ খং ১৫৮

২১৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মদন দত্ত দিং দাবি ৫০॥৶৬ থানা ঐ মৌজে মাঠখাগড়া ১-১১ শতকের কাত ৪৸৶৬ আঃ ১০৲ খং ৩৫১

২২৫ থাং ডিঃ ঐ দেং মৌলবী ফসিউদ্দিন দাবি ৫১॥৵৩ মৌজাদি ঐ ১-৬৩ শতকের কাত ৫৸৴৫ আঃ ১৫৲ খং ২৮০

২২১ থাং ডিঃ ঐ দেং রহিমবকস বিশ্বাস দাবি ৩০।৶৯ থানা ফরক্কা মৌজে থাপড়া ২॥৩ কাঠার কাত ১৪৸৬ আঃ ২০৲ সেটেলমেট হয় নাই

২২২ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৫॥৴৬ মৌজাদি ঐ ২৴০ জমির কাত ৩৴০ আঃ ৫৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই

২২৩ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ২০৸৵০ মৌজাদি ঐ ৪৸০ জমির কাত ৭।৫ আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই

২২৪ থাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১৯।৵৬ মৌজাদি ঐ ৪৴০ জমির কাত ৬৵০ আঃ ১০৲ সেটেলমেণ্ট হয় নাই

২২ রেহাণ ডিঃ চারুচন্দ্র গুহ খাসনবীশ দেং আরসাদ সেখ দাবি ১৪৪৲ থানা ফরক্কা মৌজে মুস্কিনগর ১-৯৫ শতকের মধ্যে ৬৫ শতক উত্তর পার্শ্বে বদরী বৃক্ষ ১৩ পেড়সহ আঃ ৫১৲ খং ২৬১ ২নং লাট মৌজাদি ঐ ২-০৯ শতক পশ্চিম পার্শ্বে ৭০ শতক মধ্যে বদরী বৃক্ষ ১৫ পেড় আঃ ৬২৲ ৩নং লাট মৌজাদি ঐ ৮॥৩।০ বিঘার জমা ৮৸৶৩ বদরী বৃক্ষ ১৭ পেড় আঃ ৯০৲

অপেরীণ

ডাক্তার বি. এন রায় করেন আবিষ্কার,
ল্যান্সেটের খোঁচা খেতে হবে না কো আর।
বাগী, ফোড়া, পৃষ্ঠাঘাত আদি যত রোগে,
অপারেশন ক'রে লোক কি যন্ত্রণা ভোগে!
প্রথম অবস্থায় যদি করে ব্যবহার,
একেবারে বসে যাবে পাকিবে না আর
পরবর্ত্তী অবস্থাতে আপনি যাবে ফেটে,
কষ্ট পেতে হইবে না ছুরী দিয়ে কেটে।
দামও মোটে দেড় টাকা মাশুল তের আনা।
ফতেপুর, গার্ডেনরীচ (কল্‌কাতা) ঠিকানা।
ডাক্তার বি. এন. রায় এইখানে থাকে।
ঔষধ পাইতে হ'লে পত্র দেন তাঁকে।

প্রধান শিক্ষক আবশ্যক

নূতনগঞ্জ পি, কে, জুনিয়ার হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে একজন অভিজ্ঞ গ্রাজুয়েট আবশ্যক। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৫৩ এর পূর্ব্বে সম্পাদকের নিকট আবেদন করুন। পোঃ দফরপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা জঙ্গীপুর সেন্ট্রাল কো-অপারেটীভ ব্যাঙ্কের কর্জ্জগ্রহীতা, আমানতকারী ও অংশীগণকে জানান যাইতেছে যে, উক্ত ব্যাঙ্কের ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব পরীক্ষা (statutory audit) আরম্ভ হইয়াছে।

২৫শে নভেম্বর হইতে ৩০শে নভেম্বর তারিখের মধ্যে আমার নিকট নিজ নিজ পাশ বহি সমেত উপস্থিত হইয়া হিসাব মিলাইয়া লইতে অনুরোধ জানান যাইতেছে অন্যথায় ব্যাঙ্কের হিসাব চূড়ান্ত এবং সঠিক বলিয়া গণ্য করা হইবে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়
রঘুনাথগঞ্জ অডিট অফিসার
২৮।১০।৫৩

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে জানান যাইতেছে যে জঙ্গীপুর কনজিউমার্স কো-অপারেটীভ ষ্টোর্স এর ১৯৫২-৫৩ সালের হিসাব পরীক্ষা নিম্নস্বাক্ষরকারী অডিট অফিসার কর্ত্তৃক গৃহীত হইয়াছে। যাঁহাদের উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত কোনরূপ সংশ্রব আছে, তাঁহারা আগামী ২৫শে হইতে ৩০শে নভেম্বর মধ্যে অডিট অফিসার মহাশয়ের নিকট নিজ নিজ হিসাব মিলাইয়া লইবেন, অন্যথায় প্রতিষ্ঠানের খাতাপত্রের হিসাব ঠিক আছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়
রঘুনাথগঞ্জ অডিট অফিসার
২৮।১০।৫৩

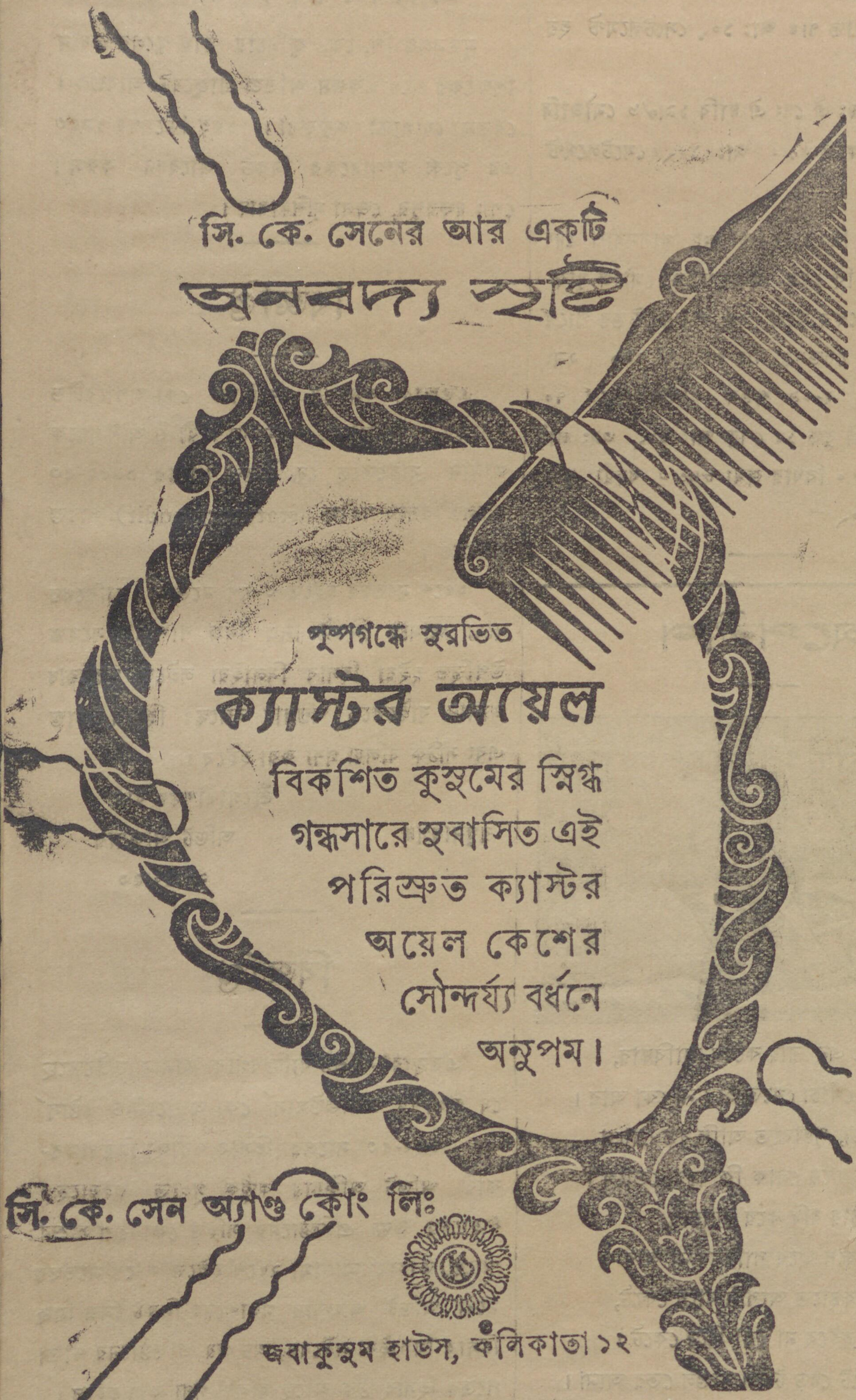

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দি আর্ট ইউনিয়ন প্রিণ্টিং ওয়ার্কস

৫৫।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, পোঃ বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

টেলিগ্রাম : "আর্টইউনিয়ন" টেলিফোন : বড়বাজার ৫

প্রাথমিক, মধ্য ও উচ্চ বিদ্যালয়ের
যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং
বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি
ও
ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়,
কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের
যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি
সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়

* * *

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে প্রস্তুত ও ডেলিভারী হয়

আমেরিকায় আবিষ্কৃত

ইলেকট্রিক সলিউসন

— দ্বারা —

মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায় ঃ—

আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য কিন্তু যাঁহারা জটিল রোগে ভুগিয়া জ্যান্তে মরা হইয়া রহিয়াছেন, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য, যৌবনশক্তিহীনতা, স্বপ্নবিকার, প্রদর, অজীর্ণ, অম্ল, বহুমূত্র ও অন্যান্য প্রস্রাবদোষ, বাত, হিষ্টিরিয়া, সূতিকা, ধাতুপুষ্টি প্রভৃতিতে অব্যর্থ পরীক্ষা করুন! আমেরিকার সুবিখ্যাত ডাক্তার পেটাল সাহেবের আবিষ্কৃত তড়িৎশক্তিবলে প্রস্তুত ইলেকট্রিক সলিউসন' ঔষধের আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধ হইবেন। প্রতি বৎসর অসংখ্য মুমূর্ষু রোগী নবজীবন লাভ করিতেছে। প্রতি শিশি ১৷৹ টাকা ও মাশুলাদি ৮/৹ আনা।

সোল এজেণ্ট :—ডাঃ ডি, ডি, হাজরা
ফতেপুর, পোঃ—গার্ডেনরিচ, কলিকাতা—২৪

বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

চা-সংসদ

রকমারী সুগন্ধি দার্জ্জিলিং চা এবং আসাম ও ডুয়ার্সের ভাল চা ন্যায্য মূল্যে পাবেন। আপনাদের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করি।

চা-সংসদ রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ।